দৈনিক সংবাদ

তারিখ 12 OCT 1991
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

35

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমীপে

১৯৭০ সালে বিক্রমপুরের শ্রীনগর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৩ সালে কলেজে বিএ/বিকম ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করে ডিগ্রী কোর্স চালু করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত শ্রীনগর কলেজের ডিগ্রীর ছাত্রছাত্রীদের মুন্সীগঞ্জ হরগঙ্গা কলেজের মাধ্যমে ডিগ্রী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমোদন দিয়েছেন। ৬/৭ বৎসরের ডিগ্রীর রেজাল্ট দেখে বিশ্ব বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৯৮৬ সাল থেকে শ্রীনগর কলেজে ডিগ্রীর এ্যাফিলিয়েশন প্রদান করেন। ১৯৮৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শ্রীনগর কলেজে ডিগ্রী পরীক্ষার কেন্দ্র খোলার সদয় অনুমোদন দেন। সম্পূর্ণ নকলমুক্ত অবস্থায় শ্রীনগরে ডিগ্রী পরীক্ষাসমূহ এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ কলেজের ডিগ্রী ও ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ফলাফল বরাবরই ভালো। এ কলেজ থেকে পাস করা অনেক ছাত্র ছাত্রী আজ দেশের বিভিন্ন পেশায় সুপ্রতিষ্ঠিত।

১৯৮৮ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট শ্রীনগর সফরকালে শ্রীনগর কলেজকে সরকারীকরণের ঘোষণা দেন এবং তা বাস্তবায়ন করেন। সরকারীকরণের ঘোষণার ফলে ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যানুপাতে প্রভাষকদের শূন্যপদ তৎকালীন কমিটি পূরণ করতে পারেননি। ফলে প্রভাষকদের শূন্যপদ আজ পর্যন্ত পূরণ করা হয়নি। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যানুপাতে শ্রীনগর কলেজে প্রভাষক থাকার কথা

(৩ এর কঃ দ্রঃ)

(৮-এর কঃ পর)

৩০/৩৫ জন। বর্তমানে আছেন ১৭ জন। গত ৪ বৎসর ধরে রসায়ন বিভাগে একজনও প্রভাষক নেই। ফলে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের দারুণ অসুবিধা হচ্ছে। শিক্ষা বিভাগের মহা-পরিচালক মহোদয়ের দফতর থেকে দু' দুবার রসায়নের প্রভাষক অন্য কলেজ থেকে বদলি করে শ্রীনগর কলেজে পোস্টিং দেয়া সত্ত্বেও এক অজানা কারণে তাঁরা শ্রীনগর কলেজে যোদদানকরেননি।

এদিকে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যানুপাতে প্রয়োজনীয় প্রভাষক না থাকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শ্রীনগর কলেজের ডিগ্রীর এ্যাফিলিয়েশন নবায়ন করতে সম্মত হচ্ছেন না। ফলে, এ এলাকার মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত ও গরীব ঘরের ছেলে-মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা ব্যাহত হবে। সরকারী কলেজের শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগের দায়িত্ব শিক্ষা বিভাগের। শিক্ষা বিভাগ শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগ করতে ব্যর্থ হলে ডিগ্রীর এ্যাফিলিয়েশন কেন বন্ধ হবে? শিক্ষা বিভাগের ব্যর্থতার মাশুল সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের দিতে হবে কেন?

শ্রীনগর কলেজে প্রভাষকদের শূন্যপদে প্রভাষক নিয়োগ দিয়ে এলাকার শত শত শিক্ষার্থীর উচ্চশিক্ষার পথ সুগম করতে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগের ও ডিগ্রীর এ্যাফিলিয়েশন নবায়নসহ ডিগ্রী সেন্টার শ্রীনগরে রাখার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি বিনীত অনুরোধ করছি।

মোঃ জয়নাল আবেদীন
(শ্রীনগর কলেজের প্রথম ছাত্র
ও ১ম, ২য় ছাত্র সংসদের
সহ-সভাপতি)
বর্তমানে সহকারী মহাব্যবস্থাপক
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক,
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-১০০০।